একুশ 21

প্রকাশক ও
এডিটর ইন চীফ
জাহান হাসান

সম্পাদক
কাজী মশহুরুল হুদা

একুশ এর সহযোগীতায়:
শিরীন আক্তার

Ekush (21 News-Magazine)

Publisher & Editor in Chief
Jahan Hassan
(323) 877 1465
Publisher@Ekush.info

Editor
Quazi Moshurul Huda
(213) 925 4652
editor@Ekush.info

Office:
একুশ (Ekush)
6362 Hollywood Blvd. Suite 302
Hollywood, CA 90028, USA
Phone: (323) 462 9300
Fax: (323) 983 9300

একুশ(Ekush) 21 Bangla News-Magaine is published biweekly for the subscription price of $29.00 per six month & $55.00 per year by 21 Newspaper, 13659 Victory Blvd. Suite 376, Van Nuys, CA 91401, USA. Peridicals postage paid at Van Nuys, CA. POSTMASTER: Send address changes to Ekush,P.O.Box 15126, North Hollywood, CA 91615-5126. views and opinions expressed by authors and contributors in articals, letters, oopinion pieces, reports, advertisement, etc. appearing in 21 (Ekush) news-magazine are their own. The paper neither shares nor endorses them and thus should not be held responsible for the views/opinions of the writers and advertisers. The management has the right to refuse to print any advertisement, news,article, letter or any other material. Incase of any errors in advertisement the management will not be liable for more then the amount paid for the advertisement.Letter to the editor or opinion are welcome to express their opinion in thise columns. Please keep your letter brief and to the point. Letter without full name, compleate address and a daytime phone number will not be published. also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged. Letters can be mailed, or email or faxed at: 13659 Victory Blvd, # 376, Van Nuys, CA 91401, USA, Letter@Ekush.Info Fax: (323) 983 9300

Graphics: Mayoukh Media

সম্পাদকীয়

প্রাথমিক নির্বাচন শেষ হয়েছে। এখন সবার লক্ষ্য ৭ নভেম্বরের দিকে। কি হবে ? ইতিমধ্যে আর্ণল্ড শোয়েজেনিগার সমগ্র স্টেট বাস ট্যুর বের হয়েছেন। প্রাথমিক নির্বাচনে ডেমোক্রেটবৃন্দ অনুভব করেছে তাদের স্টেট প্রার্থীদেরকে, ভোটারবৃন্দ দু'টি প্রপোজেশনকে বন্ধ করে দিয়েছে। দু'জন ডেমোক্রেট প্রতিদ্বন্দ্বী ১০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করেও তাদের দুজনার প্রতিযোগিতা ছিল সামান্য ব্যবধানে। এতেই অনুমান করা যায়, আগামী ৭ নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্রেটদের গভর্নর পদ অধিকার করতে প্রচুর কাজ করতে হবে। শুধু মুখের কথায় চিড়ে ভিজবে না। আগামী ৫ মাস ডেমোক্রেট প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে তারা নিজেদেরকে যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। বিশেষত প্রাথমিক নির্বাচনে একে অপরকে যেভাবে হারানোর জন্য বিয়োগান্তক নির্বাচনী প্রচারণা। প্রাথমিক নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক গভর্নর প্রার্থী যদি শোয়েজেনিগারকে প্রতিযোগিতায় হারাতে চায়, তাহলে পদপ্রার্থীকে প্রমাণ করতে হবে যে ক্যালিফোর্নিয়াকে নেতৃত্ব দিতে পারবে। ভোটার নিয়ে র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং প্রতিটি এলাকায় ভোটারদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। তাকে ভোটারদেরকে বোঝাতে হবে স্টেট ফাইন্যান্স, হাউজিং, ট্রান্সপোর্টেশন, হেলথ কেয়ার, ইমিগ্রেশন এবং পরিবেশ সম্পর্কে তার পরিকল্পনার কথা। প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে শুধুমাত্র সরাসরি স্মার্ট বক্তব্য দিয়ে পার পাবেন না, তাকে বিশ্বাস অর্জন করতে হবে ভোটারদের কাছে বিশেষ করে প্রার্থীর নির্বাচনের প্রচারণায় কোথা থেকে অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে এবং কিভাবে ব্যয় হচ্ছে। অবশ্যই বিস্তারিত স্পষ্টভাবে ভোটারদের কাছে তুলে ধরতে হবে যাতে ভোটারদের ভেতর বিশ্বাস অর্জন হয়। বিগত নির্বাচনে বিশে-ষণ করলে দেখতে পাওয়া যায়, বহু ডেমোক্রেট নিজ প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে শোয়েজেনিগারকে গভর্নর পদে ভোট দিয়েছে। কেন ? এবারও গভর্নরের দ্বিতীয় টার্ম থাকার সম্ভাবনা আছে বলে অনেকেই মনে করছেন। সেক্ষেত্রে ডেমোক্রেট প্রার্থীদের কি করণীয় ? নিজ দলের প্রার্থী যদি সমর্থন না দেয় তাহলে সমস্যা রয়েছে, নিজ দলের ভোটারের ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা না থাকে, তাহলে সমস্যা আছে। এগুলো পরিকল্পনার মধ্যে থাকতে হবে।

ঢাকায় পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় আমি খুবই ভীত ও বিচলিত -জোসেফ ক্রাউলী

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও বাংলাদেশ ককাসের কো-চেয়ারম্যান জোসেফ ক্রাউলী। গতকাল মঙ্গলবার ওয়াশিংটন ডিসি থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে কংগ্রেসম্যান ক্রাউলী বলেন, কয়েকদিন ধরে ঢাকায় পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় আমি খুবই ভীত ও বিচলিত। কাঁদানে গ্যাসের বিস্তারেও উদ্বিগ্ন হতে হয়। আমি বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। তবে তা অনাকাংক্ষিত সহিংসতার মাধ্যমে নয়। আমি বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদকারীদের আহ্বান জানাই আসন্ন নির্বাচন নিয়ে শান্তিপুর্ণ বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে। বিবৃতিতে কংগ্রেসম্যান ক্রাউলী আরো বলেন, সুষ্ঠ নির্বাচন নিয়ে ভিন্নমত ও দ্বন্দ্ব। উভয় পক্ষ সংঘাত ও রায়টের পরিবর্তে শান্তিপুর্ণ আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করতে পারে। আগামী বছর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সংস্কার বিষয়ে এখনই সরকারের সংলাপ শুরু করা উচিত।

টার্মিনেটর আর্ণল্ড শোয়েজেনিগারের মুখোমুখী ফিল এঞ্জেলিডেস

(প্রথম পাতার পর)

যিনি রিপাবলিকান বিজয়ী প্রার্থী বর্তমান গভর্নর অভিনেতা আর্ণল্ড শোয়েজেনিগার এর সাথে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন (এঞ্জেলিডেস পায় ৪৮% এবং ওয়েস্টলি পায় ৪৪%)। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক গভর্নর প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় খরচ হয়েছিল ৭০ মিলিয়ন ডলার এবং অতিরিক্ত ৩৩ মিলিয়ন ডলার কন্ট্রোলার ওয়েস্টলি নিজের পকেট থেকে খরচ করেও জিততে পারেনি। ডেমোক্রেটিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনী প্রচারণা জোরালোভাবে প্রতিপক্ষ সাথে ভোটের যুদ্ধ হয় সানফ্রান্সিসকো এলাকায়। সিটি কাউন্সেলম্যান এলেক্স প্যাডিলা বিজয় লাভ করে ২০তম সিনেট ডিস্ট্রিক্টে এসেম্বলী ওমেন সিন্ডি মন্টানেজকে হারিয়ে। ৪১তম এসেম্বলী ডিস্ট্রিক্টে ৫ম বারের মত ক্যালাবেসস মেয়র ব্যারী গ্রোভারম্যান বিজয় লাভ করে। উভয় ডিস্ট্রিক্টেই অধিকাংশ ডেমোক্রেট।

লস এঞ্জেলেস কাউন্টি শেরিফ লি বাকা, এসেসটর রিক ওয়েবারাচ, গে-নরিয়া মলিনা ও সুপারভাইজার জেভ ইয়ারোসলাভস্কি পুনঃ নির্বাচিত হয়েছেন। বাকা (৬৪) ভোটারদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন যে, গত ৩ বছর সমস্যার মধ্যে অতিবাহিত করেও আপনারা আমাকে মনোনয়ন দিয়েছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। সুপারভাইজার ইয়ারোসলাভস্কি (৫৭) চতুর্থ বারের মত বিজয়ী হয়েছেন এবং মলিনা (৫৪) পঞ্চম টার্ম নিতে যাচ্ছেন। এসেসটর রিক ওয়েবারাচ দ্বিতীয় টার্ম পাচ্ছেন। আলোচিত দুটি প্রস্তাব ৮১, এবং প্রস্তাব ৮২, উইনিভার্সাল প্রিস্কুল, দু'টিই হেরে যায়। প্রস্তাব ৮১ 'হ্যা' পায় ৪৬.৬ এবং না পায় ৫৩.৪। অপরদিকে প্রস্তাব ৮২ হ্যা পায় ৪০.৭ এবং না পায় ৫৯.৩ ভাগ। লস এঞ্জেলেস কাউন্টির ৩৪.৩ ভাগ ভোটার প্রাইমারী নির্বাচনে ভোট দেন। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোট গ্রহন করে এবং কোন রকম দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি।

ওকল্যান্ড মেয়র জেরি ব্রাউন এর্টনি জেনারেল পদে দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন যিনি প্রপোজেশন ৮২ এর বিরোধিতা করেছিলেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার গভর্ণর পদের জন্য আর্ণল্ড শোয়েজেনিগারকে খুব একটা বেগ পেতে হবে না বলে বিশেষজ্ঞ মহল এখনও মনে করছেন। রিপাবলিকান মনোনীত গভর্নর দ্বিতীয় টার্ম পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে। এবারের প্রাথমিক নির্বাচনে ভোটারদের দৃষ্টি ছিল গ্যাসের উর্ধগতি, স্টেট ও জাতীয় অবস্থা, ইমিগ্রেশন এবং ইরাক যুদ্ধ। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচনে তাদের অবস্থান হারিয়েছে এবং ৭ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে ভোটার তাদের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত ব্যালটের মাধ্যমে প্রদর্শন করবেন। ইতিমধ্যে আর্ণল্ড সাধারণ নির্বাচনী শুরু করে দিয়েছেন। বাস ট্যুর স্টে ওয়াইজ শুরু করে দিয়েছেন এবং টিভি বিজ্ঞাপন আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হবে বলে জানা

বলা হয় বাঙ্গালীর তিন হাত। ডান হাত, বাম হাত এবং অজুহাত

রাজনীতিতে সদিচ্ছার বড় বেশি অভাব

-মোহাম্মদ আবদুর রউফ

মাত্রাতিরিক্ত রাজনৈতিক অযৌক্তিক জেদাজেদি এবং আপোসহীন কঠোর মনোভাব দেশকে অনিশ্চয়তার গহ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের অপর নাম খোলাখুলি আলোচনা ও যুক্তির মাধ্যমে পার্থক্য ও বিভেদ দূর করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা। অথচ আমাদের দেশে আমরা বিপরীত চিত্র দেখছি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা-নেত্রীদের মধ্যে নীতির প্রশ্নে ভিন্নতা থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্য কি নেতা-নেত্রীর মধ্যে মুখ দেখাদেখি, কথাবার্তা, সামাজিকতা বন্ধ রাখতে হবে? অবস্থা বর্তমানে এতটা খারাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যে দুটি প্রধান দল তাদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য জনগণকে জিম্মি করে দর কষাকষি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কোন দল কতবেশি খারাপ ভাষা ও অযৌক্তিক আচরণ করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলছে।

বলা হয় বাঙ্গালীর তিন হাত। ডান হাত, বাম হাত এবং অজুহাত। কথাটি অসত্য বলে মনে হয় না। কারণ বিভিন্ন ছ্যাত্তা অজুহাতে নির্বাচন সংস্কার প্রস্তাব উভয় দল প্রত্যাখান করেছে। মনে হয় রাজনৈতিক সংকীর্ণতা উভয় দলের মনে তালা মেরে দিয়েছে। অথচ একটু আন্তরিকতা থাকলে দু'দলের সেক্রেটারী জেনারেল এর পর্যায়ে প্রাথমিক আলোচনা করে জোটের অন্যান্য শরীককে অবহিত করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। সদিচছা থাকলে অনেক কিছু করাই সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু জনগণের দুর্ভাগ্য যে, রাজনীতিতে সদিচছার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। মাছের মাথায় প্রথম পচন ধরে, তারপর তা' মাছের সমস্থ শরীরে ছড়িয়ে যায়। আমাদের দেশের রাজনীতির প্রধান ব্যক্তিরা মনের সংকীর্ণতা দূর না করলে বিরাজমান এই দুর্বিষহ অবস্থা জনগণ আর কতদিন নীরবে সহ্য করতে থাকবে? যে কোন উপায়ে ক্ষমতায় আরোহণ করে দুর্নীতির সাগরে অবগাহন করে বাকি জীবন আফিম খেয়ে বুদ্ হয়ে পড়ে থাকার নাম রাজনীতি নয় ।

উন্নয়নের স্বার্থে দেশে যখন ঐকমত্য ও প্রগতিশীল রাজনীতির বেশি প্রয়োজন, তখনই প্রকট হয়ে উঠেছে প্রক্রিয়াশীল রাজনীতি, হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, অবরোধ, হরতাল, ধ্বংসের রাজনীতি এবং বিভেদ সৃষ্টির রাজনীতি। দেশ স্বাধীন করার সময় রক্ত দেয়ার এবং বুলেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এখন এ সবের প্রয়োজন নেই। এখন ব্যালটের মাধ্যমেই সরকার পরিবর্তন সম্ভব। এখন সরকার তার নির্দিষ্ট মেয়াদ সম্পন্ন হলে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য। জনগণ তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত একদিন বেশি ক্ষমতায় থাকতে দেবে না। আর মাত্র ক'মাস পর তত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বর্তমান সরকারকে বিদায় নিতে হবে। সেক্ষেত্রে উভয় দলের উচিত নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর লক্ষ্যে মাঠে নেমে যাওয়া। অথচ এখনও অবরোধ আর হরতালের রাজনীতি করে জনগণকে জিম্মি করে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা অব্যাহত আছে। বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্যের রাজনীতি। সব কিছুতেই ষড়যন্ত্র চলছে মনে করা উচিত নয়। বিভেদ সর্বস্তরেই সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, স্থপতি, প্রকৌশলী এবং চিকিৎসকরা সুস্পষ্টভাবে তিন ভাগে বিভক্ত। মানুষের চিন্তা চেতনার মধ্যে ভিন্নতা থাকতেই পারে। সব মানুষ একই মতবাদে বিশ্বাস করলে তো সব ল্যাটা চুকেই যেত এবং সেটা হতে পারতো একটি আদর্শ অবস্থা। কিন্তু এ মতবাদের পার্থক্য যখন তীব্র বিভেদ সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক পর্যায়ে চরম শত্রুতা ভাবাপন্ন সম্পর্ক ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে মুখ দেখাদেখি, কথা বলাবলি বন্ধ করে দেয় এবং কাদা ও ঢিল ছোঁড়াছুড়ি এবং সর্বশেষ গোলাগুলির পর্যায়ে চলে যায়। তখন তা' জাতির জন্য দুশ্চিন্তা ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনিতেই দেশে বিভিন্ন সমস্যা বিরাজ করছে। দেশের চাকরির অভাব। বেকারত্বের অভিশাপে যুবসমাজ দিশেহারা। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আবাসন সমস্যা, চিকিৎসা ও বিদ্যুৎ, ভেজাল, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের চরম সংকট, সন্ত্রাস, নিরাপত্তাহীনতা, ছিনতাই, অসামাজিক কর্মকাণ্ড মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এমনি এক সময়ে রাজনীতিবিদগণ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশিমাত্রায় ক্ষমতার লড়াইয়ে মেতে উঠেছে। যে সময় রাজনীতিবিদগণের উচিত বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত জনগণের পাশে এসে দাঁড়ানো, সেসময় তারা জনগণের স্বার্থের কথা ভাবছে না।

রাজনীতির বড় বড় কথা যথা: গণতন্ত্র, হরতাল, অবরোধ, নির্বাচন সংস্কার ইত্যাদির চেয়ে জনগণের কাছে অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হলো জানমালের নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস মুক্ত পরিবেশ এবং মুক্ত পরিবেশে নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করার অধিকার। তারা চায় গ্যাস, বিদ্যুত, পানি সরবারহ নিশ্চিত হোক। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমুলের উর্ধ্বগতি রোধ করা হোক। জনগণ জীবিকা নির্বাহের জন্য স্বাধীনভাবে চলাচল করতে চায়। কিন্তু রাজনীতিবিদগণ জনগণের জন্য মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার পরিবর্তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। হরতাল করেই তারা ক্ষান্ত হচেছ না, অবরোধ করে রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র দেশ অচল করে দেয়া এবং গোটা বাংলাদেশের যোগাযোগ বিচিছন্ন করে দিয়ে জনগণকে জিম্মি করে রাখা কতটা যুক্তিযুক্ত তা' ভেবে দেখার কেউ নেই। নেতিবাচক রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের মন-মানসিকতা জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করছে এবং তাদের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিচেছ। যে রাজনীতির লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ, সে কল্যাণমুখী রাজনীতি বাংলাদেশে অনুপস্থিত। জনগণের কল্যাণ নয়, দুর্নীতিতে অবগাহন করাই যেন রাজনীতির মুখ্য ও আকাংক্ষিত লক্ষ্য। আমরা নিশ্বাসে নিশ্বাসে সৃচছতা ও জবাবদিহিতার কথা বলি। এসব কথা বলা ইদানিং ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কথা ছাড়া বক্তৃতা জমে না। তাহলে এক হাজার না হোক, পাঁচশত না হোক, নিদেনপক্ষে পঞ্চাশ জন বড় বড় কুখ্যাত (না-কি, বিখ্যাত বলবো?) দুর্নীতিবাজদের তালিকা জাতীয় সংসদে অথবা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় না কেন? জনগণের অর্থ লুট-তরাজ করে যারা শত-সহস্র কোটি টাকার মালিক সেজে সময় সময় জনগণকে সৎ হওয়ার জন্য আদেশ উপদেশ দিতে কার্পণ্য করছেন না তাদের সম্পর্কে জনগণ কী কিছুই জানতে পারবে না? জনগণের টাকার উপর বসে তারা নিশ্চিন্তে ভুঁড়ি বাজাবে, তৃপ্তির ঢেকুর ছাড়বে এবং হুংকার দিবে অথচ জনগণ তাদেরকে একটু চেনার সুযোগ পাবে না? এ কেমন কথা? এ কেমন সমঝোতা? এর কারণ কী এই যে তারা সবাই একই পথের পথিক? মনে হয়, এক ধরনের অলিখিত গোপনীয় আপোস মীমাংসার মধ্যেই দেশ বৃত্তে ঘিরে চলে যাচ্ছে। অনৈতিকতা দেশকে গ্রাস করেছে। অন্ধকার নিমজ্জিত করেছে। নীতি-আদর্শকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের জাল হতে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়েছে।

কুহকিনীর বেড়া জাল হতে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন আপোসহীন দুর্দমনীয় সংগ্রাম। ছেলে ভুলানো নেতিবাচক ছড়া শুনানোর পরিবর্তে ইতিবাচক কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন। এ সংগ্রামের আকাংক্ষিত লক্ষ্য থাকবে শুধু দেশ ও জনগণের কল্যাণ। যারা জনকল্যাণে নিবেদিত থাকবেন শুধুমাত্র তারাই রাজনীতি করবেন। রাজনীতিকে মধ্যবিত্তবিহীন লাভজনক ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এমন অনেকে আছেন যাদের চাকরি-বাকরি নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, উপার্জনের পথ নেই, অর্থাৎ এককথায় সম্পূর্ণই বেকার। অথচ তারাও রাজনীতি করে উঁচু স্তরে অবস্থান করে।

তাদের আয়ের উৎস কি? তাই জানতে ইচছা করে সার্বক্ষনিক ভিত্তিতে যারা বর্তমান সময়ে রাজনীতির মাধ্যমে দেশ সেবায় নিয়োজিত আছেন, অযাচিতভাবে এত ত্যাগ ও তিতিক্ষা স্বীকার করছেন, এত অর্থ ব্যয় করছেন, তাদেরকে আবারো জিজ্ঞেস করতে ইচেছ করে তাদের প্রকৃত আয়ের উৎস কি?

এমন অনেকে আছেন যারা জীবনে কোনদিন নির্বচানে জয় লাভ করতে পারেননি। জনগণের প্রতিনিধি না হয়েও তারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এ যেন "গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।" তারা সৃঘোষিত জনপ্রতিনিধি। মুষ্টিমেয় সদস্য নিয়ে সাইনবোর্ড সর্বস্ব একটি দল গঠন করলেই জনপ্রতিনিধি হওয়া যায় না। ক্ষমতায় থাকার সময় রাজনীতিবিদদের দাম্ভিকতা সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করে। তাই বলতে চাই,

Be polite with people you meet when you go up because you will meet them again when you will go down কারণ সিঁড়ি দিয়ে এক সময় নিচে নামতেই হবে। চিরদিন তো উপরে বসে থাকা যাবে না।

অতীতে অধিকাংশ রাজনীতিবিদগণ এত দুর্নীতিপরায়ণ, অনমনীয়, আপোসহীন ও দাম্ভিক ছিলেন না। তখন রাজনীতিতে সৌজন্যবোধ, উদারতা, সদ্ভাব, সদিচছা ও সহনশীলতা ছিল। অতীত হতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন, "The longer we look back, the beter we look ahead." অতীতের অর্জিত জ্ঞান বর্তমান ও ভবিষ্যত কার্যক্রমকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে সহায়তা করবে।

[লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব]

গুয়ানতানামো'তে আত্মহত্যা ঃ ইউ এস চাপের সম্মুখীন

-একুশ ডেস্ক

গুয়ানতানামো'তে আটককৃত মধ্যপ্রাচ্যের তিনজন কয়েদী যাদের নামে কোন চার্জ নেই। তাদেরকে স্বীয় সেলের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই পরিপ্রেতিতে হিউম্যান রাইটস এডভোকেটবৃন্দ অবিলম্বে উক্ত ডিটেনশন সেন্টার বন্ধ করে দেওয়ার জোর দাবী জানিয়েছে। গত শনিবার, ১০ জুন, ২০০৬ তিনজন চার্জ বিহীন ডিটেনী নিজ কক্ষে আত্মহত্যা করেছে বলে মিলিটারী অফিসিয়াল সরকারীভাবে জানিয়েছে। এর ফলে প্রথম আটককৃত ব্যক্তি যারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে এবং জরুরী ভিত্তিতে সেন্টার বন্ধ করে দেওয়ার কথা নতুন করে উঠেছে। প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছেন যে, দুজন সৌদি নাগরিক ও একজন ইয়েমেনের নাগরিক ত্রয়কে স্বীয় সেলের মধ্যে আত্মহত্যার নোটসহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঘটনার কারণ হিসাবে আন্তর্জাতিক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন বুশ প্রশাসন। ডিটেনশন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে এবং এ মাসে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক রায়ের সম্মখীন হবে বুশ প্রশাসন। ঘটনার দায়-দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে বুশ প্রশাসনের উপর। মিলিটারী অফিসিয়াল আত্মহত্যাকারীদের নাম প্রকাশ করেনি, তবে জানিয়েছে যে দু'জন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের সদস্য এবং তৃতীয় জন তালেবান গ্রূপের সদস্য। জানা গেছে যে, তিনজনই অনশন ধর্মঘটে ছিল এবং তাদেরকে জোর পুর্বক নাসিকার মাধ্যমে টিউব প্রেরণ করে খাদ্য সরবরাহ করা হতো। নেভি রিয়্যাল এডমিরাল হ্যারি হ্যারিস, কম্যান্ডার অব দ্যা প্রিজন নেট ওয়ার্ক বলেন যে, আত্মহত্যার পদ্ধতি একই ধরণের। তিনি মনে করেন পরিকল্পিতভাবে তারা একত্রে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি বলেন যে, এই তিনজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জিহাদী যারা মৃত্যুবরণ করেছে অসামঞ্জস্য রণক্ষেত্রে। আর্মি জেনারেল জন ক্রেডক, লিডার অব ইউ এস সাউদার্থ কমব্যাট বলেন যে, এই আত্মহত্যাকারী ডিটেনিগণের ইউ এস কোর্টে কোন কেস চলছিলো না এবং মিলিটারি ট্রায়েল প্যানেলেও হাজির হয়নি। এমনকি এই তিনজনের কোন ক্রাইমের সাথেও জড়িত হওয়ার অভিযোগ ছিল না। কিনতু ক্রেডক জোর দিয়ে বলেন যে, তারা সন্ত্রাসী ও শত্রূপক্ষের সহযোগী। তিনি আরও বলেন তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ইন্টেলিজেন্ট এবং অঙ্গীকারবদ্ধ বস্ত। তারা ক্রমাগত দুষ্কর্ম ঘটাবে তা সেটা যেভাবেই হোক না কেন .. জিহাদের জন্য শহীদ হওয়ার জন্য। কিনতু যে সকল ডিটেনী চার বছরের উর্ধে আটক অবস্থায় রয়েছে কোন রকম চার্জ ছাড়া, হিউম্যান রাইটস একটিভিস্ট এবং ডিফেন্স এটোর্নি বলেছেন যে, কোন রকম চার্জ ছাড়া অবস্থান আটককারীদের মাঝে মানসিক নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছে এবং আসন্ন কোন কোর্ট শুনানী না থাকার ফলে হতাশাপুর্ণ হয়ে পড়েছে। ওয়াশিংটনের এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এডভোকেসি ডিরেক্টর জুমানা মুসা বলেন যে, মানুষ ৫ বছরের উর্ধে অনির্দিষ্টকালের জন্য এখন আশাহীনভাবে পড়ে থাকে। যেখানে ঘরে ফিরে যাওয়া, পরিজনের সাথে দেখা হওয়া এবং চার্জ দেওয়ার কোন ভরসা থাকে না, সেখানে সাইকোলজিক্যাল ট্রমা হওয়া কোন অসম্ভব নয়। মিলিটারী অফিসারের তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে ইতিপুর্বে এ'বছর ৪১জন আত্মহত্যাকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছে। এমনকি গত মাসে তিনজন চেষ্টা করেছিল। তারা প্রচেষ্টা করেছিল মেডিকেশন ওভার ডোজের মাধ্যমে। পেন্টাগন নোটে বলে যে, একজন ডিটেনির প্ররোচনায় কয়েকজন ডিটেনী আত্মহত্যায় লিপ্ত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০২ সনে গুয়ানতানামোতে ডিটেনী নিয়ে যাওয়ার পর থেকে আত্মহত্যার পরিকল্পনা চলতে থাকে। ২০০৩ সনে ২৩ জন একত্রে ফাঁস দিয়ে গণ আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করেছিল। গত বছর ১৩১ জন প্রিজনারস অনশন ধর্মঘটে বসেছিল এবং একই ঘটনায় এ বছর ৮৯ জন ডিটেনী অংশগ্রহণ করেছিল। বর্তমানে এখনও পর্যন্ত ৮জন ডিটেনী অনশনে রয়েছে বলে কয়েদখানার সুত্রে জানা গেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রায় ৪৬০ জন আটককৃত ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ১০ জনের বিরূদ্ধে চার্জশীট আনতে পেরেছে যারা অপরাধের সাথে জড়িত ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম করেছে। ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠেছে যে, উক্ত ডিটেনশন সেন্টারে জেরা করার নামে অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা হচছে এবং বিশ্বব্যাপী এটার নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। ইউনাইটেড নেশান কমিটি অত্যাচারের বিরূদ্ধে গত মাসে বুশ প্রশাসনকে বন্ধ করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এ বছর ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট বন্ধ করার প্রস্তাব তুলেছে এবং ডিটেনিদেরকে কোন রকম অপো ব্যতিরেকে ট্রায়েল দেওয়ার কথা বলেছে। ইউএন সেক্রেটারী জেনারেল কফি আনান, বৃটেন, জার্মান এবং বিভিন্ন দেশের উচচ পদস্হ অফিসিয়াল গুয়ানতানামোবে বন্দীশালা বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছে। ক্যাথারিন নিউওয়েল বিউম্যান, হিউম্যান রাইট ওয়াচের কাউন্টার টেরোরিজম কাউন্সেল বলেন যে, আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত না আমেরিকা বন্দীদের ন্যায় বিচারের সুযোগ দেয়। তিনি আরও বলেন পরিস্হিতি আরও জটিলতার দিকে চলে যাবে। বন্দীশালা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। যারা দোষী তাদের বিচার করা হোক, আর যারা নির্দোষ তাদের ঘরে ফিরে যেতে দেয়া হোক এবং ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মনে করেন ক্যাথরিন।

জনপ্রিয়তা হারাচেছন প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই

আফগানিস্তানে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই। ৫ বছর আগে আফগানিস্তানে তালেবান শাসন পতনের পর নতুন সরকারের প্রধান হিসেবে শহুরে, শিক্ষিত হামিদ কারজাইকেই পছন্দ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্হা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা এবং আর্থিক সংস্কারে ঢিলেমিই তার জনপ্রিয়তার হ্রাসের কারণ বলে সোমবার মার্কিন এক পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এদিকে মঙ্গলবারেও আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে তালেবান বিদ্রোহীরা। দেশের সীমান্তবর্তী খোস্ত প্রদেশে মার্কিন বাহিনীকে লক্ষ্য করে আত্মঘাতী ওই হামলা হয়েছে বলে বিভিন্ন বার্তা সংস্হার খবরে জানা গেছে। হামলায় ৪ মার্কিন কর্মকর্তা আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন সামরিক মুখপাত্র লেঃ জেনারেল তামারা লরেন্স। আফগানিস্তানের গ্রাম ও শহরগুলোতেও বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মার্কিন পত্রিকাটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। কাবুলে যেভাবে বহুতল ভবন বৃদ্ধি পাচেছ, সেভাবেই দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচেছ দেশটির গ্রামগুলোতে। তালেবান বিদ্রোহীরা এ বৈষ্যমের সুযোগ নিয়ে গ্রামাঞ্চলে তাদের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করছে বলে জানা গেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত যৌথ বাহিনী ২২ জঙ্গিকে হত্যা করেছে। মার্কিন সামরিক সূত্র বুধবার এ কথা জানায়। পূর্বাঞ্চলীয় কুনার প্রদেশে রাস্তার পাশে পুঁতে বোমা বিস্ফোরণে তিন আফগান সৈন্য নিহত ও অপর চারজন আহত হয়েছে। এদিকে আফগানিস্তানে শান্তি বজায় রাখতে ন্যাটো তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। ব্রাসেলসে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বৈঠকে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড ও আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবদুর রহিম উপস্হিত ছিলেন।

আল-জারকাবির হত্যা

(প্রথম পাতার পর) জর্ডান বংশোদ্ভুত জারকাবি ইরাকে সুন্নি বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন। নিজ শহরে তার পরিচয় ছিল 'মাথা গরম ছোকরা'। সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর ইরাকে আল-কায়েদাকে সংগঠিত করেছিলেন তিনিই। মার্কিন মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসীদের তালিকায় জারকাবি ছিলেন দু'নম্বরে। ক্লাডওয়েল বলেন, 'আল-কায়েদা নেটওয়ার্কেরই একজনের কাছ থেকে জারকাবির আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা শেখ আব্দুল-আল-রহমানের খোঁজ পেয়ে পরে তার সত্র ধরেই জারকাবির অবস্থান জেনে আমরা অভিযান চালাই'। তিনি আরো বলেন, 'এ অভিযানের সাফল্য একদিনের নয়। এতে অনেক সময় লেগেছে। আমাদের জন্য সহায়ক হয়েছে গোয়েন্দা তথ্য'। দেড় মাস আগে মার্কিন বাহিনী জারকাবির অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পায়। কিন্তু কবে থেকে তারা অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলেননি ক্লাডওয়েল। জারকাবিকে হত্যার এ মিশনে কোনো স্থানীয় অধিবাসী নিহত হয়নি বলে জানান তিনি।

ক্লাডওয়েল বলেন, 'জারকাবি যাতে সন্দেহ না করেন সেজন্য তার সঙ্গে সে সময় শেখ আব্দুল-আল-রহমানও উপস্থিত ছিলেন'। তিনি আরো বলেন, 'জারকাবির অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর এফ-১৬ বিমান থেকে ৫শ পাউন্ডের দুটি বোমাবর্ষণ করি এবং জঙ্গিদের কোনো রকম প্রতিরোধের সুযোগ না দিয়ে একের পর এক বোমা হামলা চালিয়ে যাই'। ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনীও এ অভিযানে অংশ নেয়। মার্কিন বাহিনী জানিয়েছে, হামলায় জারকাবির ৬ সহযোগী নিহত হয়েছে। কিন্তু ইরাকি পুলিশ জানায়, নিহতদের মধ্যে একজন শিশু ও একজন মহিলা। নিহত ব্যক্তি জারকাবি- প্রাথমিক পরীক্ষায় এটি শনাক্ত করা গেলেও মৃতদেহটি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছে মার্কিন বাহিনী। বৃহস্পতিবার বিমান হামলার সময়ই জারকাবি নিহত হয়েছিলেন- মার্কিন বাহিনী প্রথমে এ দাবি করলেও পরে তারা জানিয়েছে, বিমান হামলার শুরুতে জারকাবি বেঁচেই ছিলেন। প্রাথমিক হামলার পর পুলিশ জারকাবির বাড়িতে পৌঁছে তাকে জীবিত দেখেছে। মেজর জেনারেল উইলিয়াম ক্লাডওয়েল বলেন, হামলায় জারকাবি মারাত্মক আহত হওয়ার কিছু সময় পর মারা যান।

বুধবার সন্ধ্যায় বাগদাদের উত্তরে বাকুবা গ্রামের ৮ কিলোমিটার উত্তরে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে মার্কিন বাহিনী এফ-১৬ বিমান থেকে ৫শ পাউন্ডের দুটো বোমাবর্ষণ করে। ওই হামলায় জারকাবি মারাত্মক আহত হন। এরপর মার্কিন সেনারা তার বাড়িতে পৌঁছে দেখে, ট্রেচারে করে জারকাবিকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চলছে। ওই অবস্থাতেও মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন জারকাবি। কিন্তু সেনারা তাকে ঘিরে ফেলায় তা আর সম্ভব হয়নি। ক্লাডওয়েল জানান, জারকাবি বেঁচে থাকার সময়টুকুতে বিড়বিড় করে কিছু বলেছিলেন, কিন্তু তা বোঝা যায়নি। তিনি আরো বলেন, 'মারাত্মক আহত জারকাবি সেনাদের উপস্থিতিতেই মারা গেছেন। তাকে হত্যার জন্য গুলি করা হয়নি'। জারকাবির পরিবার চায় তার মৃতদেহ জর্ডানের নিজ শহর জারকুয়াতে কবরস্থ করা হোক। ইরাকে আল কায়দার নেতা হিসেবে আবু মুসাব আল জারকাবির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন শেখ আবু হামজা আল মোহাজের। সোমবার আল কায়দা একটি ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে একথা জানায়। তবে আবু হামজা কোন দেশের নাগরিক তা উল্লেখ করা হয়নি।

মার্কিন বাহিনী গত বুধবার বাকুবার কাছে একটি বাড়িতে বিমান হামলা চালিয়ে জারকাবিকে হত্যা করে। আল কায়দার বিবৃতিতে বলা হয়, আবু হামজা খুবই ধার্মিক, জিহাদের পথে নিবেদিত এবং জ্ঞানী। তার জাতীয়তা সম্পর্কে কিছু বলা না হলেও ধারণা করা হচেছ, তিনি ইরাকি নন। কারণ তার নামের অংশ 'মোহাজের' শব্দের অর্থ আরব ভূখণ্ডে অভিবাসী।

ইরাকে আল-কায়েদার নতুন নেতা আবু হামজা আল মুহাজির গত মঙ্গলবার শপথ ঘোষণা করে বলেছেন, ইরাকে আমেরিকান ও তাদের ইরাকী মিত্ররা তাদের সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলিতে নিরাপদ হবে না। গ্রিন জোন তাদের নিরাপত্তা দিতে পারবে না। জারকারি হত্যার প্রতিশোধের দিন ঘনিয়ে আসছে।

গত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট বুশ আকস্মিক সফরে বাগদাদে আসার সময়টিতেই ওয়েবসাইটে মুহাজিরের এ বার্তাটি পাওয়া যায়। এই বার্তার সত্যতা নিশ্চয় করা যায়নি। তবে মনে করা হয় নতুন নেতা হিসেবে তার নাম ঘোষিত হবার পর এটাই তার প্রথম বিবৃতি।

মুহাজির তাঁর এ বার্তায় বলেন, আসন্ন লড়াইতে তোমাদের সেনাদের কাপুরুষতা ও তোমাদের শক্তি মদমত্ততার মিথ্যার সৃরূপ উন্মোচিত হবে। তাই জারকাবিকে হত্যা করা নিয়ে তোমাদের উল্লাস করার কিছু নেই। অচিরেই তোমরা বিশ্বাসঘাতকতার ফল পাবে।

এশিয়ায় ঐক্যের আহ্বান আহমাদিনেজাদের

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ গতকাল সেন্ট্রাল এশিয়ান ফোরামে জ্বালানি মন্ত্রীদের বৈঠক আয়োজনের প্রস্তাবকালে আধিপত্য বিস্তারকারীদের হুমকি থেকে নিজেদের রক্ষায় মধ্য এশিয়া, রাশিয়া এবং চীনকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ৬ জাতি সাংহাই সহযোগিতা সংগঠনের (এসসিও) সম্মেলনে পর্যবেক্ষক দেশ হিসেবে আমন্ত্রিত ইরানের প্রেসিডেন্ট তার বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান। অন্যদিকে, বুধবার সিএনএন-এ সম্প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্টিফেন হ্যাডলি বলেন, ইরাকে বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় আর আগ্রহী নয়। এছাড়া আহমেদিনেজাদ আঞ্চলিক সম্পদের যৌথ উন্নয়নে জ্বালানি মন্ত্রীদের বৈঠক আয়োজনের প্রস্তাব করেন।

অভিবাসন বিল পাসের আহ্বান জানালেন মার্কিন মেয়ররা

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের মেয়ররা প্রেসিডেন্ট বুশ এবং কংগ্রেসের কাছে সংশোধিত অভিবাসন বিল সত্বর অনুমোদনের আহ্বান জানিয়েছেন।

এই সংশোধিত অভিবাসন বিলে তারা 'অতিথি কর্মী কর্মসুচি' অন্তর্ভক্ত করার পক্ষে সমর্থন দিলেও যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্তে ৩০০ মাইলের সীমানা নির্মাণের প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়েছেন বলে বিভিন্ন বার্তা সংস্হার খবরে বলা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেয়রদের এক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা সীমানা নির্মাণের ফলে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সম্পর্কের অবনতি ঘটবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। গত মাসে মার্কিন সিনেটে অভিবাসন সংক্রান্ত এক বিল পাস হয়েছে, যেখানে মেক্সিকো সীমান্তে সীমানা নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া পাস করা ওই বিলে বলা হয়, যক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অভিবাসী, যারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট যোগ্যতার আওতাভুক্ত হবে তারাই দেশটির নাগরিকত্ব অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সরব হয়ে উঠলেন তালেবান নেতা মোল্লা ওমর

আফগানিস্তানে যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে নতুন করে সংঘর্ষের জন্য সব তালেবানকে দেশে ফেরার ডাক দিয়েছেন তালেবান নেতা মোল্লা ওমর। পাকিস্তানে তালেবানি কর্মকান্ড মাথা চাড়া দেওয়ার সঙ্গে মোল্লা ওমরের পোস্টার বিলির সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এ ঘটনায় পাকিস্তান প্রশাসনের মতো চিন্তিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। এদিকে আফগানিস্তানের দণাঞ্চলে তালেবানের শক্ত নেটওয়ার্ক বিচছিন্ন করার লক্ষ্যে নতন কৌশলের ঘোষণা দিয়েছে ন্যাটো বাহিনী। তবে এখনো পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের একটি শহর তালেবানের নিয়ন্ত্রণ থেকে ছাড়াতে পারেনি আফগান ও তাদের মিত্র মার্কিন বাহিনী। সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে সেখানে। রোববার দণাঞ্চলে পৃথক সংঘর্ষে ২ আফগান সেনা ছাড়াও ১০ তালেবান নিহত হয়েছে।অপারেশন মাউন্টেন থারস্ট নামে ওই অভিযানে দক্ষিণাঞ্চলের হেলমন্দ ও পূর্বাঞ্চলের কুনার প্রদেশে কমপক্ষে ২৬ তালেবান ও যৌথ বাহিনীর ২ সেনা নিহত হয়েছে। তালেবানের ভেঙে যাওয়া নেটওয়ার্ক যে আবার জোড়া লাগতে শুরু করেছে গত সপ্তাহে আফগানিস্তানের দণিাঞ্চলীয় একটি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছে তালেবান বিদ্রোহীরা।

ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে নজিরবিহীন সহিংসতা

ফিলিস্তিনে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সমর্থক ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে নজিরবিহীন সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। আব্বাস সমর্থকরা ফিলিস্তিনী পার্লামেন্ট ভবন ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনী মন্ত্রিসভা কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর বদলা হিসেবে গাজার এক নিরাপত্তা অঙ্গনে হামলা চালায়।

আব্বাস সমর্থক জঙ্গিরা রামাল্লায় ফিলিস্তিনী পার্লামেন্ট ভবনের নিচতলায় আগুন ধরিয়ে দিলে তা দ্রুত চারতলা পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। কাজটিতে সুনির্দিষ্টভাবে অংশ নেয় আল আকসা শহীদ ব্রিগেড। জ্বলন্ত হামাস মন্ত্রিসভার কার্যালয়ের বাইরে অপেক্ষমান আল-আকসার একজন মুখোশপরা নেতা বলেন, আমরা ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান ও নিরাপত্তা অঙ্গনগুলোতে হামাসের হামলার স্বাভাবিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা চাই প্রেসিডেন্ট আব্বাস হামাস সরকারকে পদচ্যুত করে এক জরুরি মন্ত্রিসভা গঠন করুন। অগ্নিসংযোগের দুই ঘটনাস্হলে পরে অগ্নিনির্বাপন করা হয়। এর আগে দক্ষিণ গাজার রাফায় নিবারণমুলক নিরাপত্তা সার্ভিস সদরদপ্তরে হামাসের বন্দুকধারীরা হামলা করলে সেখানে দুই ব্যক্তি নিহত ও অন্য ১৭ জন আহত হয়।

পরিস্হিতি সামাল দিতে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনী নিরাপত্তা বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় মোতায়েন থাকার এবং সফল সশস্ত্র গ্রূপকে গাজার রাজপথগুলো থেকে সরে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়া তিনি লেঃ জেনারেল (অবঃ) আবদেল রাজেক মাজায়দিকে হামাস নিয়ন্ত্রিত সৃরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য নিয়োগ করেছেন। মনে করা হচেছ জেনারেল মাজায়দি হামাস ও ফাতাই উভয় তরফেই আস্হা ও শ্রদ্ধার অধিকারী।

ইসরাইলকে সৃীকৃতি প্রদান ভিত্তিক ২৬ জুলাই যে গণভোট প্রেসিডেন্ট আব্বাস আহবান করেছেন তখন থেকেই ফিলিস্তিনে অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা বেড়েছে। হামাস এই গণভোটের বিরোধী। গাজা সৈকতে গত শুক্রবারের ইসরাইলী গোলাবর্ষণে নিরীহ শিশু ও নাগরিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এ গণভোট অনুষ্ঠান সাময়িকভাবে স্হগিত রাখার আহবান সত্ত্বেও আব্বাস তার নির্ধারিত গণভোট অনুষ্ঠান করতে এগিয়ে যাচেছন।

'আপনাকে দেখে কি যে খুশী লাগছে' -বুশের মঙ্গলবার আকস্মিক সফরে ইরাকি নেতা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবি-উ বুশ মঙ্গলবার আকস্মিক সফরে ইরাক যান। পাঁচ ঘণ্টার সফরকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী নুরি আল মালিকিসহ ইরাকের গুরূত্বপুর্ণ মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। জঙ্গিবিরোধী লড়াইয়ে ইরাকের নতুন সরকারকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে তিনি এ সফর করেন। নজিরবিহীন গোপনীয়তার মধ্যে এ সফর অনুষ্ঠিত হয়। মালিকিসহ ইরাকি নেতারা বুশের সফরের বিষয়টি জানতে পারেন তাকে বহনকারী হেলিকপ্টার বাগদাদের গ্রিন জোনে অবতরণ করার পর। এটি বাগদাদে বুশের দ্বিতীয় সফর। ২০০৩-এর নভেম্বরে তিনি ইরাকে মার্কিন সেনাদের সঙ্গে থ্যাংকস গিভিং ডিনারে অংশগ্রহণের জন্য প্রথম ইরাক সফর করেছিলেন। বুশের সঙ্গে রিপাবলিকান প্রাসাদে দেখা হবার পর ইরাকী প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনাকে দেখে কি যে খুশী লাগছে'! প্রেসিডেন্ট বুশের মুখপাত্র ড্যান বার্টলেট জানান, ইরাকী সংসদ, প্রতিরক্ষা, সৃরাষ্ট্র ও জাতীয় নিরাপত্তা দফতরের জন্য তিনজন মন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নুরীর মনোনীত প্রার্থীদেরকে অনুমোদন দেয়ায় বুশ এই সফরের সিদ্ধান্ত নেন। এই তিন পদে মন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে সদ্য গঠিত সরকারের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল এবং এ কারণেই তার এই সফর বিলম্বিত হয়েছে। নচেৎ কয়েক মাস পুর্বেই তিনি বাগদাদ যেতেন। হোয়াইট হাউসে নিযুক্ত বুশের ৬ জন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এই সফরের উদ্যোক্তা বুশের সফরসঙ্গী হিসেবে অন্যদের মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্ঠা স্টিফেন হ্যাডলীও রয়েছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবি-উ বুশ বলেছেন, জারকাবির মতো ইরাকের আল কায়দার নতুন নেতা শেখ আবু হামজা আল মোহাজেরকেও বিচারের সম্মুখীন করা হবে। তাকেও শাস্তি দেওয়া হবে। ইরাকের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকে সোমবার তিনি এ কথা বলেন। এদিকে উত্তরাঞ্চলীয় তেলসমৃদ্ধ শহর কিরকুকে ৭টি বোমা বিস্ফোরণে ২৪ ইরাকি নিহত হয়েছে। পুলিশ ও হাসপাতাল সুত্রে এ খবর জানা গেছে। দু'দিনব্যাপী এ বৈঠকে তিনি আরো বলেন, জারকাবির মৃত্যু ইরাকে আল কায়দার জন্য বড় রকম বিপর্যয় ডেকে আনবে।

যুক্তরাষ্ট্রকে গুয়ানতানামো ও গোপন বন্দিশিবির অবশ্যই বন্ধ করতে হবে

গুয়ান্তানামোয় ৩ বন্দির আত্মহত্যা

কিউবার গুয়ানতানামো মার্কিন বন্দিশিবিরে ৩ বন্দী তাদের সেলের ভেতর বিছানার চাদর ও কাপড় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনা বুশ প্রশাসনকে ফের চ্যালেঞ্জ ও চাপে ফেললো। গুয়ানতানামো বন্দিশিবির বন্ধের দাবি চলে আসছিল আগে থেকেই। সাম্প্রতিক ঘটনায় সেই দাবি আরো জোরদার হচছে। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্হা, ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি ব্রিটেনের উচ্চ পর্যায়ের আইনি উপদেষ্টাও ফের গুয়ানতানামো বন্দিশিবির বন্ধের দাবিতে সরব হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রও এই শিবির বন্ধের পক্ষে। কিনতু তার আগে ওই শিবিরের দাগি বন্দিদের বিচার সেরে নিতে চায় তারা। তা না হলে বন্দিশিবিরটি বন্ধ আইনসিদ্ধ না বলেই মনে করছে যুক্তরাষ্ট্র। আল কায়দা ও তালেবানের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে- এ সন্দেহে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বন্দিদের ধরে এনে রাখার জন্য ৪ বছর আগে কিউবার এই বন্দিশিবিরটি চালু করে যুক্তরাষ্ট্র। এখন পর্যন্ত শিবিরটিতে ৪৬০ জন বন্দী রয়েছে। এর আগে কারাগারটিতে কয়েক ডজন কয়েদি আত্মহত্যার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

আত্মঘাতী বন্দিদের একজন ইয়েমেন এবং দজন সৌদি আরবের নাগরিক। উল্লেখ্য, এ বন্দিশিবিরে ৪৬০ জন বন্দী রয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র ১০ জনের বিরূদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে।

জাতিসংঘের ১০ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ টিম সম্প্রতি গুয়ানতানামো সফর করে এটি বন্ধের দাবি জানায়। সেনারা এখানে বন্দিদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করছে বলে অভিযোগ করে তারা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ, ইউরোপ ও ব্রিটেনসহ বেশ ক'টি দেশের আইন উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত ওই টিম জানায়, 'বন্দিশিবিরের সেনারা জেনেভা কনভেশন ভঙ্গ করছে। বন্দিদের ন্যুনতম কোনো অধিকার নেই। বিচারের দাবিও তারা করতে পারে না। কথায় কথায় তারা নির্যাতনের শিকার হচছে'। সম্প্রতি বন্দিদের আত্মহত্যার ঘটনা এ কথারই সত্যতা প্রমাণ করে। হোয়াইট হাউস মুখপাত্র টনি স্নো জানান, 'বুশ আত্মহত্যার ঘটনায় বিচলিত। তিনি আরো বলেন, বুশ প্রশাসন এ ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে। বিভিন্ন জায়গায় বন্দিদের আত্মহত্যার খবর জানানোসহ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস, জাতীয় উপদেষ্টা স্টিফেন হ্যাডলি এবং হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা যোস বে-াটনের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেছেন বুশ। এদিকে আত্মহত্যার আগে নিহত বন্দিরা একটি চিরকুট লিখে গিয়েছিল বলে জানা গেছে। তবে চিরকুটে কি লেখা ছিল সে ব্যাপারে কিছুই জানায়নি সেনা কর্তৃপক্ষ। আল কায়দা নেতা জারকাবির মৃত্যু শোকে বন্দিরা আত্মহত্যা করেছে বলেও গুঞ্জন উঠেছে। তবে এ ব্যাপারটি গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ।

OPINIONS EXPRESSED are those of the writer and do not necessarily reflect those of the Ekush staff. Guest editorials from residents are encouraged, as are letters to the editor. Letters will be published on a space-available basis. It is our intention to publish a¶ letters we receive, except those that are libelous or are unsigned. Preference will be given to those that are faxed to (323) 983 9300 or e-mailed to editor@ekush.info. All letters must include the author's name and telephone number for purposes of verification. Letters also may be mailed to our offices located at 13659 Victory Blvd., Suite 376, Van Nuys, CA 90401. Also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged.All letters and guest editorials are subject to editing for space and content.